ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

'বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি কাজ করে। এরই অংশ হিসেবে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগের ব্যবস্থাপনা, বিশেষকরে, দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি করে থাকে। নদীপ্রধান দেশ হওয়ায় এবং উজানে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি প্রবাহ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত হওয়ায় বন্যা এদেশের একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আকার ও ভয়াবহতার বিচারে বন্যা-২০১৯ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছু উপজেলার ৮০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে এবং যমুনা নদীতে পানি বিপদসীমার ১৬৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যা ১৯৮৮ সালের বন্যায় বিপদসীমার ১৩৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এবছর বন্যায় মোট ২৮ টি জেলায় স্থান ভেদে ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিল এবং মোট ১০৮ জন মারা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের সম্পদের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জরুরি সাড়া প্রদানে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও গণমাধ্যমে বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের স্বীকৃত অর্জনকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং টেকসই করার লক্ষ্যে বন্যা-২০১৯ মোকাবেলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধানে এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণ। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা, বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ, কারণ, ক্ষেত্র ও মাত্রাসমূহ চিহ্নিত করা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে ছিল- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা এবং খানা জরিপ। মুখ্য তথ্যদাতারা হলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। ফোকাস দল আলোচনায় বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ৬৮৩ টি খানায় জরিপ কাজের মাধ্যেমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিলো গবেষণা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য।

এই গবেষণায় বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ২৮টি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলা-কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া ও সিলেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণ করে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। জেলা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো ছিলো- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা এবং প্রাথমিক বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি। নির্বাচিত পাঁচটি জেলা হতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে উপজেলা বাছাই করে মোট ৫ X ২=১০টি

উপজেলা নির্বাচন করা হয়। এরপর নির্বাচিত ১০টি উপজেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে মোট ১০ X ২=২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে নির্বাচিত ২০টি ইউনিয়ন থেকে ৩০ X ২০= ৬০০ খানা নির্বাচন করে জরিপ করা হয় এবং জরিপকালে ক্ষয়ক্ষতির ধরণ বিবেচনায় অতিরিক্ত আরো ৮৩টি খানা অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৬৮৩টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপের জন্য খানা নির্বাচনে বাছাইকৃত ইউনিয়নের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি চিহ্নিত করে ঐ স্থান হতে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানায় সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ পরবর্তী ধাপে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানা হতে প্রতি পাঁচ খানা পর পর ক্ষতিগ্রস্ত খানা চিহ্নিত করে জরিপ পরিচালনা করা হয়।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণায় বিবেচিত সময় ছিলো জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। এই সময়কালে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত ও পরিমানগত গবেষণার একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণাভুক্ত এলাকায় এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ১৯৮৮ সালের বন্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো এলাকায় মেরামতের অভাবে বাঁধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বন্যার ব্যাপক বিস্তৃতি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনে ব্যত্যয় হয়েছে। এই গবেষণায় খাতভিত্তিক বিষয় যেমন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, আশ্রয় ও গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ এবং ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল- অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি বরাদ্দ, বন্যা প্লাবিত মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণের আওতায় আনতে সক্ষমতা, বন্যা-পূর্ববর্তী সময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণে সক্ষমতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়, ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব নিরূপণের সক্ষমতা, সর্বোপরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রসমূহ কি কি?

উত্তর: বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন খাত যেমন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, আশ্রয় ও গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ এবং ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের যেসব চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়-

- বন্যার পূর্ববর্তী ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা; মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি; স্থানীয় জনগণের সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপের ঘাটতি; আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা; সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতে ঘাটতি; স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রচারণার ঘাটতি; আশ্রয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি না থাকা; বন্যাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি গ্রহণে ঘাটতি; শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণে পরিকল্পনার ঘাটতি; কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি; ত্রাণের চাহিদা যাচাইয়ে সীমাবদ্ধতা; ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতিতে ঘাটতি।
- বন্যাকালীন সময়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি; স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের ঘাটতি; সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা; বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে ঘাটতি; বন্যাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি গ্রহণে ঘাটতি; স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি; কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তার ঘাটতি; স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি; স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি; ত্রাণের পণ্য নির্বাচনে জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা; অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ; স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম।
- বন্যা পরবর্তী বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি; ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি; বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গনকে গুরুত্ব প্রদান না করা; অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ; পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপের ঘাটতি; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও

পুনঃনির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি; কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপের ঘাটতি; ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ন্যায্যতার ঘাটতি।

- সার্বিকভাবে আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতি এবং দুর্নীতির ঝুঁকি; আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি; সক্ষমতার ঘাটতি; জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা; অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণায় সুপারিশের মধ্যে রয়েছে,

বন্যা পূববর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১. জনসংখ্যা অনুপাতে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং বন্যা শুরুর আগেই সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করা
২. গবাদিপ্রাণি ও সম্পদ রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা এবং সম্পদ সুরক্ষার কৌশল হাতে কলমে শেখানো
৩. বন্যার ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ব্যবস্থা উন্নত করাসহ বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা
৪. নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি যেমন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহড়া, পরিবহন ইত্যাদি গ্রহণ করা
৫. বর্ষা মৌসুমের আগেই বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার করা

বন্যাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য

৬. ত্রাণ ক্রয় ও বিতরণে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ, ক্রয়কৃত ত্রাণের পরিমাণ ও তালিকা এবং বিতরণকৃত ত্রাণের তথ্য প্রকাশ, প্রশাসন কর্তৃক তদারকি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৭. শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় ত্রাণের তালিকা প্রস্তুত করা
৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা এবং এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান
৮. জরুরি সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, তদারকি নিশ্চিতে কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা - উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন এবং এনজিওসহ সকল অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা
৯. জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসন ব্যবস্থা কার্যকর করা
১০. ত্রাণকার্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পরিবহন এবং যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ

বন্যা পরবর্তী বাস্তবায়নযোগ্য

১২. পানিবাহিত রোগ মোকাবেলায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা
১৩. ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে জরুরী ভিত্তিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ
১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
১৫. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং কমিউনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও ভাসমান বীজতলা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান - সরকারি উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বীমা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে
১৬. ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংস্কার, বাড়িঘর মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা
১৭. ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা
১৮. বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রত্যেক অর্থবছরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা।

প্রশ্ন ৯: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: বন্যা আক্রান্ত পাচঁটি জেলার জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গবেষণার বিষয়ে অবহিত করা হয়।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সকল জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে, এ গবেষণার পর্যবেক্ষণ বন্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করবে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।